বাংলাদেশ দূতাবাস

বেইজিং

প্রেস রিলিজ

মঙ্গোলিয়ায় বাংলাদেশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ

১৮ নভেম্বর ২০২৩

চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ জসীম উদ্দিন, এনডিসি গত ১৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটরের "স্টেট প্যালেসে" এক অনুষ্ঠানে দেশটির রাষ্ট্রপতি খোরেলসুখ ওখনার নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে মঙ্গোলিয়ায় বাংলাদেশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত হিসেবে তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোটর শোভাযাত্রা সহযোগে "স্টেট প্যালেস" -এ পৌঁছালে মঙ্গোলিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চীফ অফ প্রটোকল টি,এস মুনখ-উলজি তাকে অভ্যর্থনা জানান। এ সময় একটি চৌকস মিলিটারি ব্যান্ড দুই দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে এবং রাষ্ট্রদূতকে গার্ড অব অনার প্রদান করে।

রাষ্ট্রদূত মোঃ জসীম উদ্দিন পরিচয়পত্র প্রদানকালে মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রপতির কাছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে তার নিয়োগের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রদূতের কার্যকালে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

রাষ্ট্রদূত মোঃ জসীম উদ্দিন মঙ্গোলিয়া সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাতসেতসেগ বাতমুনখ-সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত করেন। এইসব সাক্ষাতকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশগুলোর একটি হওয়ার জন্য মঙ্গোলিয়া সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ে নিয়মিত যোগাযোগ, অধিকতর ও সহজতর যোগাযোগের লক্ষ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টে ভিসা অব্যাহতি, মঙ্গোলিয়া সরকারের ই-ভিসা কার্যক্রমে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্তিকরন,ব্যবসা বানিজ্যসহ দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করা এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ দুই দেশের জনগন পর্যায়ে যোগাযোগে অধিকতর কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচন করেন। মঙ্গোলিয়া চ্যাম্বার অব কমার্সের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও মঙ্গোলিয়া চ্যাম্বার অব কমার্সের নেতৃবৃন্দ ব্যবসা বানিজ্যের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং দুই দেশের চ্যাম্বার অব কমার্সের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির কর্মপন্থা নিয়েও কথা বলেন।

এইসব আলোচনাকালে মঙ্গোলিয়া সরকার ও ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক দৃঢ়তর করার বিষয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করা হয়।

****